২৯-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

***প্রশ্নঃ -** কোনো কোনো বাচ্চা বাবার হয়েও হাত ছেড়ে দেয়, এর কারণ কি ?*

***উত্তরঃ -** বাবাকে সম্পূর্ণভাবে না জানার কারণে, সম্পূর্ণ নিশ্চয়বুদ্ধি না হওয়ার কারণে আট বা দশ বছর পরেও বাবাকে তালাক দিয়ে দেয়, হাত ছেড়ে দেয় । পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায় । দুই, অপরাধীর দৃষ্টি হওয়ার কারণে গ্রহের প্রভাব এসে যায়, অবস্থা উপর - নীচ হতে থাকে এবং এই পড়াও ছেড়ে যায় ।*

ওম্ শান্তি । আত্মারূপী সন্তানদের আত্মাদের বাবা বোঝাচ্ছেন । এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা হলাম সকলেই আত্মারূপী অসীম জগতের পিতার সন্তান, ওঁনাকে 'বাপদাদা' বলা হয় । তোমরা যেমন আত্মারূপী বাচ্চা, তেমনই এই ব্রহ্মাও শিববাবার আত্মিক সন্তান । শিববাবার তো অবশ্যই রথের প্রয়োজন, তাই যেমন তোমরা আত্মারা কর্ম করার জন্য এই দেহ রূপী অর্গ্যান্স পেয়েছো, তেমনই শিববাবারও রথ আছে, কেননা এ হলো কর্মক্ষেত্র, যেখানে কর্ম করতে হয় । ওখানে হলো ঘর, যেখানে আত্মারা থাকে । আত্মারা জেনেছে যে, আমাদের ঘর শান্তিধাম, ওখানে এই খেলা হয় না । ওখানে কোনো বাতি ইত্যাদি থাকে না, ওখানে কেবল আত্মারা থাকে । আত্মারা এখানে আসে অভিনয় করতে । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে - এ হলো অসীম জগতের ড্রামা । এই ড্রামাতে যারা অভিনেতা, বাচ্চারা তোমরা পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে, শুরু থেকে অন্ত পর্যন্ত তাদের অভিনয়কে জানতে পারো । একথা কোনো সাধু - সন্ত আদি বোঝাতে পারেন না । আমরা বাচ্চারা এখানে অসীম জগতের বাবার কাছে বসে আছি, এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে? আর আত্মাদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । এমন নয় যে, শরীরও এখানেই পবিত্র হবে, তা নয় । আত্মা পবিত্র হয় । শরীর তো তখন পবিত্র হবে, যখন পাঁচ তত্বও সতোপ্রধান হবে । এখন তোমাদের আত্মা পুরুষার্থ করে পবিত্র হচ্ছে । ওখানে আত্মা আর শরীর দুইই পবিত্র হয় । এখানে তা হতে পারে না । আত্মা যখন পবিত্র হয়ে যায়, তখন পুরানো শরীর ত্যাগ করে, আবার নতুন তত্বে নতুন শরীর তৈরী হয় । তোমরা জানো যে, আমাদের আত্মা অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করছে, নাকি করছে না ? এ তো প্রত্যেককেই নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে । এই পাঠের সমস্ত কিছুই যোগের উপর নির্ভর করে । এই পড়া তো খুবই সহজ, তোমরা বুঝে গেছো যে, এই চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে, মুখ্য হলো স্মরণের যাত্রা । এ অন্দরে হলো গুপ্ত । দেখতেই পাওয়া যায় না । বাবা এমন বলতেই পারেন না যেএ অনেক স্মরণ করে, বা এ কম । হ্যাঁ, জ্ঞানের জন্য বলতে পারেন যে, এ জ্ঞানে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ । স্মরণের তো কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না । জ্ঞান তো মুখ দিয়ে বলা যায় । আর স্মরণ তো হলো অজপা জপ । 'জপ' অক্ষর হলো ভক্তিমার্গের, জপের অর্থ হলো, কারোর নাম ক্রমাগত জপ করা । এখানে তো আত্মাকে তার বাবাকে স্মরণ করতে হবে ।

তোমরা জানো যে, আমরা বাবাকে স্মরণ করতে - করতে, পবিত্র হতে - হতে মুক্তিধাম - শান্তিধামে গিয়ে পৌঁছাবো । এমন নয় যে, ড্রামাতে মুক্ত হয়ে যাবো । মুক্তির অর্থ হলো - দুঃখ থেকে মুক্ত, তোমরা শান্তিধামে গিয়ে আবার সুখধামে চলে আসবে । যারা পবিত্র হয়, তারাই সুখ ভোগ করে । অপবিত্র মানুষ তাদের সেবা করে । পবিত্রতারই মহিমা, এতেই পরিশ্রম । এই চোখ অত্যন্ত ধোকা দেয়, একদম নামিয়ে দেয় । সবাইকেই তো উপর - নীচ হতে হয় । গ্রহের দোষ সকলেরই লাগে । বাবা যদিও বলেন, বাচ্চারাও বোঝাতে পারে । তারা আবারও বলে, গুরু মাতা চাই, কারণ এখন গুরুমাতার সিস্টেম চলছে । আগে গুরু পিতাদের ছিল । এখন সবার প্রথমে মায়েরাই কলস পায় । বেশীরভাগই মাতা'রা, কুমারীরাও পবিত্রতার কারণে রাখী বাঁধে । ভগবান বলেন যে, কাম হলো মহাশত্রু, তোমরা একে জয় করো । রাখী বন্ধন হলো পবিত্রতার নিদর্শন, ওরা এমনিই রাখী বাঁধে, পবিত্র তো আর হয় না । ওগুলো হলো নকল রাখী, এখানে কেউই পবিত্র তৈরী করে না, তাই এতে জ্ঞানের প্রয়োজন । তোমরা এখন রাখী বাঁধো । অর্থও তোমরা বুঝিয়ে বলো । এই প্রতিজ্ঞা এখানে করানো হয় । শিখদের যেমন কঙ্কন নিদর্শন, কিন্তু তারা পবিত্র হয় না । পতিতকে পবিত্রতা দানকারী, সকলের সদগতিদাতা একজনই, তিনি দেহধারী নন । গঙ্গার জল তো এই চোখে দেখা যায় । বাবা, যিনি সদগতিদাতা, তাঁকে এই চোখে দেখা যায় না । আত্মাকেও কেউ দেখতে পারে না যে, সে কি জিনিস । জিজ্ঞেস করে, আমাদের শরীরে আত্মা আছে, তাকে দেখেছো কি ? তখন বলবে, না । আর সব জিনিস, যাদের নাম আছে, সে সবকিছুই দেখা যায় । আত্মারও তো নাম আছে । বলা হয়, ভ্রুকুটির অন্দরে ঝলমলে এক আজব তারা, কিন্তু তা দেখা যায় না । পরমাত্মাকেও স্মরণ করে, কিন্তু কিছুই দেখা যাবে না । লক্ষ্মী - নারায়ণকে এই চোখে দেখা যায় যদিও মানুষ লিঙ্গের পূজা করে, তবুও এ তো কোনো

যথার্থ রীতি নয়, তাই না । দেখেও জানে না যে, পরমাত্মা কি ? এ কথা কেউই জানতে পারে না । আত্মা তো অতি ক্ষুদ্র বিন্দু । তা দেখা যায় না । না আত্মাকে দেখা যায়, আর না পরমাত্মাকে দেখা যায় বা জানা যায় । তোমরা এখন জানো যে, আমাদের বাবা এনার মধ্যে এসেছেন । এই শরীরের তাঁর নিজের আত্মাও আছে, তবুও পরমপিতা পরমাত্মা বলেন - আমি এনার রথে বিরাজমান, তাই তোমরা বাপদাদা বলো । এখন দাদাকে তো এই চোখ দিয়ে দেখতে পাও, বাবাকে দেখতে পাও না । তোমরা জানো যে, বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি এই শরীরের দ্বারা আমাদের জ্ঞান শোনাচ্ছেন । তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন । নিরাকার কিভাবে পথ বলে দেবেন ? প্রেরণার দ্বারা তো কোনো কাজ হয় না । ভগবান যে আসেন, একথা কেউই জানে না । শিব জয়ন্তীও পালন করা হয়, তাই অবশ্যই তিনি এখানে আসবেন, তাই না । তোমরা জানো যে, এখন তিনি আমাদের পড়াচ্ছেন । বাবা এনার মধ্যে এসে পড়ান । বাবাকে সম্পূর্ণভাবে না জানার কারণে নিশ্চয়বুদ্ধি না হওয়ার কারণে আট - দশ বছর পরেও তালাক দিয়ে দেয় । মায়া সম্পূর্ণ অন্ধ বানিয়ে দেয় । বাবার হয়ে তাঁকে ত্যাগ করে, ফলে পদভ্রষ্ট হয়ে যায় । বাচ্চারা, এখন তোমরা বাবার পরিচয় পেয়েছো, তাই অন্যদেরও তা জানাতে হবে । ঋষি - মুনি সবাই 'এটাও না - ওটাও না' করে গেছেন । আগে তোমরাও জানতে না । এখন তোমরা বলবে যে - হ্যাঁ,আমরা জানি, তাই আস্তিক হয়ে গেছি । এই সৃষ্টির চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে, তাও তোমরা জানো । সম্পূর্ণ দুনিয়া আর তোমরা নিজেরা এই পড়ার পূর্বে নাস্তিক ছিলে । বাবা এখন বুঝিয়েছেন, তাই তোমরা বলো যে, আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা বাবা বুঝিয়েছেন, আস্তিক বানিয়েছেন । আমরা এই রচনার আদি - মধ্য - অন্তকে জানতাম না । বাবা হলেন রচয়িতা, বাবাই এই সঙ্গমে এসে নতুন দুনিয়ার স্থাপনাও করেন, আর পুরানো দুনিয়ার বিনাশও করেন । পুরানো দুনিয়ার বিনাশের জন্য এই মহাভারতের লড়াই, যার জন্য মনে করা হয়, ওই সময় কৃষ্ণ ছিলো । এখন তোমরা বুঝতে পারো - সেই সময় নিরাকার বাবা ছিলেন, তাঁকে দেখা যায় না । কৃষ্ণের তো চিত্র আছে, তাঁকে তো দেখা যায় । শিবকে দেখতে পাওয়া যায় না । কৃষ্ণ তো হলেন সত্যযুগের প্রিন্স । সেই চিত্র আর হতে পারবে না । কৃষ্ণও কবে কিভাবে এসেছিলেন, এও কেউই জানে না । কৃষ্ণকে কংসের জেলে দেখানো হয় । কংস কি সত্যযুগে ছিলো ? এ কিভাবে হতে পারে । কংস অসুরকে বলা হয় । এই সময় তো সম্পূর্ণই আসুরী সম্প্রদায়, তাই না । একে অপরকে মারতে - কাটতে থাকে । দৈবী দুনিয়া ছিলো, একথা মানুষ ভুলে গেছে । ঈশ্বরীয় দৈবী দুনিয়া ঈশ্বর স্থাপন করেছিলেন । পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে এও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । তোমরা এখন হলে ঈশ্বরীয় পরিবার, এরপর ওখানে হবে দৈবী পরিবার । এই সময় ঈশ্বর তোমাদের স্বর্গের দেবী - দেবতা করার উপযুক্ত করছেন । বাবা তোমাদের পড়াচ্ছেন । এই সঙ্গম যুগকে কেউই জানে না । কোনো শাস্ত্রেই এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের কোনো কথা নেই । পুরুষোত্তম যুগ অর্থাৎ যেখানে পুরুষোত্তম হতে হয় । সত্যযুগকে বলা হবে পুরুষোত্তম যুগ । এই সময় মানুষ তো পুরুষোত্তম নয় এখানে তো কনিষ্ঠ তমোপ্রধান বলা হবে, এইসব কথা তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারবে না । বাবা বলেন যে, এ হলো আসুরী ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া । সত্যযুগে এমন কোনো পরিবেশ হয় না । সে হলো শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া । সেখানকার চিত্র আছে । বরাবর এরা শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়ার মালিক ছিলো । ভারতে এমন রাজারা ছিলেন যাদের পূজা করা হয় । তারা পূজ্য পবিত্র ছিলো, যারা আবার পূজারী হয়ে গেছে । পূজারী ভক্তিমার্গকে আর পূজ্য জ্ঞানমার্গকে বলা হয় । পূজ্য থেকে পূজারী আবার পূজারী থেকে পূজ্য কিভাবে তৈরী হয় । তোমরা এও জানো যে, এই দুনিয়াতে একজনও পূজ্য থাকতে পারবে না । পরমপিতা পরমাত্মা আর দেবতাদেরই পূজ্য বলা হয় । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন সকলের পূজ্য । সব ধর্মের মানুষরাই তাঁর পূজা করেন । বাবার জন্মের মহিমাও এখানেই করা হয় । শিব জয়ন্তী আছে তো, কিন্তু মানুষ কিছুই জানে না যে, তাঁর জন্ম ভারতে হয়, আজকাল শিব জয়ন্তীকে তো ছুটির দিনও ঘোষণা করা হয় না । জয়ন্তী পালন করো বা না করো, তোমাদের মর্জি । অফিসিয়াল ছুটির দিন নয় । যারা শিব জয়ন্তীকে মানে না, তারা নিজের কাজে চলে যায় । অনেক ধর্ম আছে, তাই না । সত্যযুগে এমন কথা হয় না । ওখানে এমন পরিবেশ নেই । সত্যযুগ হলো নতুন দুনিয়া, এক ধর্ম । ওখানে এ কথা কেউ জানতেও পারে না যে, এরপরে চন্দ্রবংশী রাজ্য হবে । এখানে তোমরা সবাই জানো যে, এই - এই জিনিস অতীত হয়ে গেছে । সত্যযুগে তোমরা থাকবে, সেখানে তোমরা কোন অতীতকে স্মরণ করবে ? অতীত তো হলো কলিযুগ । তার হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি শুনে কি লাভ ।

তোমরা জানো যে, তোমরা এখানে বাবার কাছে বসে আছো । বাবা যেমন টিচারও, আবার সদগুরুও । বাবা সবাইকে সদগতি করাতে এসেছেন । তিনি অবশ্যই সমস্ত আত্মাদের নিয়ে যাবেন । মানুষ তো দেহ বোধে এসে বলে, এ সবই মাটিতে মিশে যাবে । একথা বুঝতে পারে না যে, আত্মারা তো চলে যাবে, বাকি এই শরীর তো মাটির তৈরী, এই পুরানো শরীর শেষ হয়ে যায় । আমরা আত্মারা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি । এই দুনিয়াতে এ হলো আমাদের অন্তিম জন্ম, সবাই পতিত, এখানে সম্পূর্ণ পবিত্র তো কেউই থাকতে পারে না । সতোপ্রধান, সতো, রজো, তমো সকলেই হয় । ওরা তো বলে দেয়, সকলেই ঈশ্বরের রূপ, এই খেলা করার জন্য ঈশ্বর নিজের অনেক রূপ বানিয়েছেন । হিসেব - নিকেশ কিছুই

জানে না । না যে এই খেলা করায়, তাঁকে । বাবা বসেই এই পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি বুঝিয়ে বলেন । এই খেলাতে প্রত্যেকেরই অভিনয় আলাদা - আলাদা । সকলেরই পজিশন আলাদা - আলাদা, যে যেমন পজিশনের তাঁর তেমনই মহিমা হয় । এই সব কথা বাবা এই সঙ্গম যুগে এসেই বোঝান । সত্যযুগে আবার সত্যযুগের পার্ট চলবে । ওখানে এইসব বিষয় হবে না । এখানেই তোমাদের সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান বুদ্ধিতে ঘুরতে থাকে । তোমাদের নামই হলো স্বদর্শন চক্রধারী । লক্ষ্মী - নারায়ণকে তো স্বদর্শন চক্র দেওয়াই হয় না । এ হলো এখানকার । মূলবতনে কেবল আত্মারা থাকে, সূক্ষ্মবতনে কিছুই নেই । মনুষ্য, জানোয়ার, পশু, পক্ষী ইত্যাদি সবই এখানে হয় । সত্যযুগে ময়ূর ইত্যাদি দেখানো হয় । এমন নয় যে, ওখানে কেউ ময়ূরের পালক ছিঁড়ে মাথায় ধারণ করবে ! ময়ূরকে কষ্ট দেবেই না । আবার এমনও নয় যে ময়ূরের থেকে খসে পড়া পালক মুকুটে লাগাবে । তা নয়, মুকুটেও মিথ্যা চিহ্ন দিয়ে দিয়েছে । ওখানে সবই সুন্দর জিনিস থাকে । খারাপ কোনো জিনিসের চিহ্নমাত্র থাকে না । এমন কোনো জিনিসই থাকে না, যা দেখে ঘৃণা আসে । এখানে তো ঘৃণা আসে, তাই না । ওখানে জানোয়ারদেরও দুঃখ থাকে না । সত্যযুগ কতো একনম্বর যুগ হবে । নামই হলো স্বর্গ, হেভেন, নতুন দুনিয়া । এখানে তো দেখো বৃষ্টির কারণে বাড়িঘর ভেঙ্গে পড়ে । মানুষ মারা যায় । ভূমিকম্প হলে সবাই চাপা পড়ে মারা যাবে । সত্যযুগে খুব অল্প মানুষ থাকবে, তারপর পরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে । প্রথমে সূর্যবংশী থাকবে । দুনিয়া যখন ২৫ শতাংশ পুরানো হবে তখন চন্দ্রবংশী হবে । সত্যযুগ হলো ১২৫০ বছরের, সে হলো একশো শতাংশ নতুন দুনিয়া । যেখানে দেবী - দেবতা রাজ্য করেন । তোমাদের মধ্যেও অনেকে এই কথা ভুলে যায় । রাজধানী তো স্থাপন হাতেই হবে । তোমরা হার্টফেলে হয়ে যেও না । এ হলো পুরুষার্থের কথা । বাবা সকল বাচ্চাদের এক সমান পুরুষার্থ করান । তোমরা এই বিশ্বে নিজেদের জন্য রাজধানী স্থাপন করো । নিজেকে দেখতে হবে যে, আমরা কি তৈরী হবো ? আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই সঙ্গম যুগে স্বর্গের দেবী - দেবতা হওয়ার পাঠ গ্রহণ করে নিজেকে উপযুক্ত করতে হবে । পুরুষার্থ করতে গিয়ে হার্টফেল ক'রো না ।

২) এই অসীম জগতের খেলায় প্রত্যেক অভিনেতার পার্ট আর পজিশন আলাদা - আলাদা। যার যেমন পজিশন, সে তেমনই মান প্রাপ্ত করে, এই সব রহস্য বুঝে এই পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফিকে মন্থন করে স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে ।

বরদানঃ- শ্রীমতের সঙ্গে মনমত এবং জনমতের মিশ্রণকে সমাপ্তকারী প্রকৃত স্ব কল্যাণকারী ভব*

বাবা বাচ্চাদের সমস্ত সম্পদ স্ব কল্যাণ এবং বিশ্ব কল্যাণের জন্য দিয়েছেন, কিন্তু তা ব্যর্থের প্রতি লাগানো, অকল্যাণের কার্যে লাগানো, শ্রীমতের সঙ্গে মনমত এবং জনমতের মিশ্রণ করা --এ হলো জমার থেকে খরচ বেশী । এখন এই অসত্যের মিশ্রণকে সমাপ্ত করে আত্মিক গুণ আর দয়ার ধর্মকে ধারণ করো । নিজের উপর এবং সর্বের উপর দয়া করে স্ব - কল্যাণী হও । নিজেকে দেখো, বাবাকে দেখো, অন্যদের দেখো না ।

স্লোগানঃ- সদা প্রফুল্লিত সেই থাকতে পারে, যে কখনোই আকৃষ্ট হয় না ।*